জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - ডিসেম্বর ২০০৮/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* নেপাল: সেনা ক্যাম্প থেকে সাবেক শিশু সৈন্যদের মুক্তি দেয়ার অঙ্গীকারকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতিসংঘ কর্মকর্তা
* জাতিসংঘ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কারিগরী বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা দূর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে
* জলবায়ু পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকির বিরুদ্ধে দৃঢ় বৈশ্বিক উদ্যোগ নিতে জাতিসংঘ ও এর সহায়তা প্রদানকারি অংশীদারদের আহ্বান
* মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর জাতিসংঘ মহাসচিব সন্ত্রাসবাদ দমনে জাতিসংঘের ভূমিকার কথা পুনঃব্যক্ত করেছেন
* প্রাথমিক পর্যায়েই এইচআইভি সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার মাধ্যমে সদ্যজাত শিশুদের জীবন বাঁচানো সম্ভব- জাতিসংঘ প্রতিবেদন

নেপাল: সেনা ক্যাম্প থেকে সাবেক শিশু সৈন্যদের মুক্তি দেয়ার অঙ্গীকারকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতিসংঘ কর্মকর্তা

৫ ডিসেম্বর- নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুস্প কমল দাহাল মাওবাদী সেনানিবাস ক্যাম্প থেকে অবশিষ্ট ৩,০০০ সাবেক শিশু সৈন্যদের মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছেন, বলে জাতিসংঘের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ঘোষণা করেছেন।

নেপাল সরকার আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে শিশুদের মুক্তি দেয়ার এবং নেপালে জাতিসংঘ মিশন ও অন্যান্য জাতিসংঘ কান্ট্রি টিম, যার মধ্যে আছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF), জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম (UNDP) এবং মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (OHCHR) প্রভৃতির কাজে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করেছে।

মহাসচিবের শিশু ও সশস্ত্র সংঘর্ষ বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি রাধিকা কোমারাসোয়ামী আজ দক্ষিণ এশিয়ায় তাঁর ছয় দিনব্যাপী সফরের সমাপনী দিনে জাতিসংঘ বেতারকে জনান সামগ্রিক শান্তিচুক্তিতে, যার ফলে ২০০৬ সালে নেপালের রাজার সেনাবাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষের অবসান হয়, সেনানিবাসে প্রবেশকৃত শিশুদের অতিসত্ত্বর মুক্তি দেবার আহ্বান জানানো হয় ।

ইউনিসেফ এবং ইউএনডিপি শিশুদের জন্য কারিগরী এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দক্ষতা বৃধ্বি বিষয়ক ৬৪ দফার প্যাকেজ প্রশিক্ষণের পুনঃসন্নিবেশ করেছে।

জাতিসংঘ কান্ট্রি টিম সাবেক CPN-M [Communist Party of Nepal-Maoist] শিশু সৈনিক যারা একটি নতুন শান্তিপুর্ণ নেপালে তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে চেয়েছিল তাদেরকে বেসামরিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত।

মিজ কুমারাস্বামী শিশুদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিশেষ করে রাজনৈতিক সহিংসতায় ব্যবহার না করার সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। CPN-M and Unified Marxist Leninist (UML) উভয়ই জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিনিধিকে জানিয়েছে উভয় দলের সহিংসতা থেকে শিশুদের রক্ষা করার বিষয়টি এখন আলোচনাধীন রয়েছে।

দেশের দক্ষিণে তিরাই অঞ্চলের চলমান সংঘর্ষ সম্পর্কেও তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যেখানে সশস্ত্র দল এবং অপরাধ চক্রগুলো কোন পরিণামের কথা না ভেবেই কাজ করছে।

যেসব শিশু জোড়পুর্বক সহিংসতার শিকার এবং এর ফলে যারা তাদের বাড়িঘর হারিয়েছে বিশেষ প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে দেখা করেন। কিছু শিশু সেনাবাহিনীতে জোড়পুর্বক চাকুরির ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে বাকিরা যদি তারা সেখানে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের পরিবারের ওপর হুমকি আসতে পারে বলে তারা আতঙ্কের মধ্যে আছে ।

মিজ কুমারাস্বামী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'অপরিণামদর্শী সংঘর্ষ অবশ্যই বন্ধ হতে হবে এবং নেপালে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিশুদের নিরাপদ জীবনের জন্য আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে হবে' ।

তিনি আরোও বলেন, ময়না সুনুওয়ার কেসটি অনুসন্ধানে জনাব দাহালের অঙ্গীকার সামনে এগিয়ে যাবার লক্ষণই নির্দেশ করে। ১৫ বছর বয়সী বালিকা মিজ সুনুওয়া গত ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এ নেপালি সেনাবাহিনীর হেফজতে থাকাকালীন নির্যাতিত ও নিহত হয়।

মিজ কুমারাস্বামী বলেন, 'শিশুরা একটি নতুন শান্তিপুর্ণ নেপাল গঠনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে অগ্রহী। জাতিসংঘ এবং নেপালের সরকার এসব শিশুদের সংঘর্ষমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়তা করতে অঙ্গীকারবন্ধ।'

বিশেষ প্রতিনিধি তাঁর পাঁচ দিনব্যাপী নির্ধারিত বৈঠকের অংশ হিসেবে সোমবার ফিলিপাইনে যাবেন । সেখানে তিনি শিশুর ওপর সংঘর্ষের প্রভাব, বিশেষ করে সশস্ত্র দলেগুলোর সঙ্গা শিশুদের জড়িয়ে পরা, এই সংঘর্ষ থেকে তাদের বেসামরিক জীবনে ফিরিয়ে আনা এবং নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করবেন।

জাতিসংঘ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কারিগরী বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা দুর করতে চুক্তি করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে

৪ ডিসেম্বর - জাতিসংঘ সমর্থিত অংশীদ্বার আজ ঘোষণা করে যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের কারিগরী প্রতিবন্ধকতাগুলো কতগুলো পদক্ষেপের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামঞ্জস্যপুর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কমিয়ে আনা হবে যা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে লাভবান হবে। এখনও পর্যন্ত রপ্তানীর জন্য এগুলোই প্রধান বাধাঁ।

জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO) আন্তঃসরকার আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপক ব্যুরো এবং মেট্রিক পদ্ধতিতে বৈধভাবে দৈর্ঘ পরিমাপক আন্তর্জাতিক সংস্থা (OIML) যৌথভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উলে-খিত দেশগুলোর আরোও লাভজনকভাবে সন্নিবেশিত হতে সহায়তা করতে সম্মত হয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিল্পোন্নয়নের প্রভাব পড়বে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে সুসংহত কারিগরী সহায়তা প্রদান করে লেবরেটরিতে মেট্রিক পদ্ধতি ও বৈধভাবে দৈর্ঘ পরিমাপের বিষয়টি উত্তোরন করা সম্ভব হবে।

এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে UNIDO মান্নোয়নে সফলভাবে সামর্থ অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তা এবং পশু ও বৃক্ষ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে স্যানিটারি এবং ফাইটো-স্যানিটারি পরিমাপক সংক্রান্ত অভিযোগের নিস্পত্তি করতে কাজ করছে বিশ্বের এমন আরো দুটি প্রধান সংস্থার সঙ্গো অংশীদ্বার ভিত্তিতে কাজ করতে অঙ্গীকারবন্ধ হয়েছে।

এই অঙ্গীকারটি UNIDO কারিগরী সহায়তা প্রদানের সামর্থই প্রমান করবে না বরং ভবিষ্যতে কারিগরী বাঁধা দুর করতে গৃহীত প্রকল্পের প্রয়োগেও এই সংস্থার অবস্থান তুলে ধরবে।

দ্রুত কার্যকরিভাবে প্রয়োগ করতে UNIDO এর পরিচালক কেনেথ ইউমকেলা, BIPM এর পরিচালক এনড্রিউ জে. ওয়ালাড, OIML এর প্রতিনিধি এবং CIML এর সভাপতি এলান জোনসটোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই UNIDO টেকসই শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়নে দেশসমূহকে সহায়তা করতে কাজ করে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকির বিরুধ্বে দৃঢ় বৈশ্বিক উদ্যোগ নিতে জাতিসংঘ ও এর সহায়তা প্রদানকারি অংশীদ্বারদের আহ্বান

৩ ডিসেম্বর- জাতিসংঘ ও এর মানবিক সহায়তা প্রদানকারি অংশীদ্বারগণ জলবায়ু পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় দৃঢ় প্রস্তুতি নিতে বৈশ্বিক উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানিয়েছে।

জাতিসংঘ এবং সহায়তা প্রদানকারি ২০ টি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি এবং দুর্যোগ প্রশমনে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক কৌশল পোল্যান্ডের পোজনানে আজ এই আহ্বান জানায়। যেখানে এখন জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলছে।

জাতিসংঘ মানবিকতা বিষয়ক উপ-মহাসচিব জন হোমস্ সর্তক করে দিয়ে বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন কোন ভবিতব্যের ফল নয়'। আজ এটা ঘটছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এর ফল ভোগ করছে।

তিনি আরো বলেন, গত বছর সব-সাহারা আফ্রিকা এবং চীনে ভয়াবহ বন্যা দক্ষিণ-পুর্ব ইউরোপে জলচ্ছাস, পুর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে খরা এবং ক্যারিবিয়

অঞ্চলে ব্যাপক হ্যারিকেন এসবগুলোই আমাদের ভবিষ্যতের ওপর প্রভাব ফেলবে।

১০ টি দুর্যোগের মধ্যে ৯ টি ছিল জলবায়ু সংক্রান্ত অন্যদিকে গত দু'দশক যাবত দুর্যোগের হার দ্বিগুন হয়ে প্রতিবছর ৪০০ও বেশি হয়েছে।

এটা ধারণা করা হচ্ছে যে আগামী ২০ বছরে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়াজনিত ক্ষয়ক্ষতির প্রবণতা, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত হওয়া এবং স্থায়ীত্ব ও ব্যাপকতা বাড়বে।

উন্নত দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা, প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদানের মাধ্যমে এ ধরণের দুর্যোগ থেকে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

জাতিসংঘ মানবিকতা বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর (OCHA) প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ঝুকিঁ হ্রাস বিষয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে দুর্যোগ উদ্ভবের পর সেগুলো মোকাবেলায় সাড়া প্রদানে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৬০ এবং ২০০০ সালের মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত মাত্র ৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে চীন এখাতে প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করে।

মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর জাতিসংঘ মহাসচিব সন্ত্রাসবাদ দমনে জাতিসংঘের ভূমিকার কথা পুনঃব্যক্ত করেছেন

২ ডিসেম্বর - মহাসচিব বান কি -মুন গত সপ্তাহে মুম্বাইয়ে মারাত্নক সন্ত্রাসী হামলা সংঘনকারিদের বিচারের সম্মুখিন করার ওপর জোর দিয়ে সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা নির্মূলে জাতিসংঘের মুখ্য ভূমিকায় তারঁ দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা পুনঃব্যক্ত করেছেন।

জনাব বান আজ সকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে মুম্বাই আক্রমনের শিকার ও হতাহত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

মিডিয়া প্রতিবেদন অনুসারে ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহরে গত ২৬ নভেম্বর শুরু হওয়া সন্ত্রাসী আক্রমনে অন্তত ১৭২ জন নিহত হয়। সন্ত্রাসীরা নগরীর কয়েকটি স্থানে ধারাবাহিক হামলা চালায় যার মধ্যে আছে একটি প্রধান রেল স্টেশন, দুটি বিলাসবহুল হোটেল, একটি ক্যাফে, একটি সিনেমা হল, একটি ইহুদি কেন্দ্র।

মুখপাত্র কর্তৃক ইস্যুকৃত এক বক্তব্যে জনাব বান বলেন, তিনি এবং জনাব সিং উভয়ই একমত যে দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে বিচারের সম্মুখিন করানো প্রয়োজন এবং এ কাজে সবার সহযোগিতা করা উচিত।

জনাব বান এবং নিরাপত্তা পরিষদ উভয়ই গত সপ্তাহে সংঘটিত সব সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করে।

আজকের বক্তব্যে উলে-খ করা হয় যে, দৃঢ় মনোবল এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনায় জাতিসংঘ মহাসচিব ভারতের সরকার ও জনগণের প্রসংশা ও সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করেন এবং এই বৈশ্বিক ভয়াবহতা নির্মূলে জাতিসংঘের মুখ্য ভূমিকা পালনে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

এইচআইভির প্রথমিক পর্যায়েই সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার মাধ্যমে সদ্যজাত শিশুদের জীবন বাঁচানো সম্ভব- জাতিসংঘ প্রতিবেদন

১ ডিসেম্বর- আজ জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন বলা হয় প্রথমিক পর্যায়েই সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার মাধ্যমে এইচআইভি আক্রান্ত সদ্যজাত শিশুদের জীবন বাঁচানো সম্ভব। যখন জাতিসংঘের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ বলছেন এই মহামারিকে প্রতিহত করতে এখনও অনেক কিছু করা বাকি আছে তখন, কাকতালীয়ভাবে বিশ্ব এইডস দিবসে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় ।

জাতিসংঘের চারটি সংস্থার যৌথভাবে প্রস্তুতকৃত তৃতীয় শিশু ও এইডস্ বিষয়ক প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয় জন্ম গ্রহনের সাথে সাথেই পরীক্ষা এবং ধারাবাহিক চিকিৎসা করালে তাদের বেচেঁ থাকার সম্ভাবনায় গুরুত্বপুণ্য পরিবর্তন আসতে পারে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের নির্বাহী পরিচালক এ্যান এম. ভিনেমান বলেন, 'যথাযথ চিকিৎসার অভাবে এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্ত অর্ধেক শিশু তাদের দ্বিতীয় জন্মদিনের সময়ের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে।'

তিনি আরোও বলেন , ' জন্মের ১২ সপ্তাহের মধ্যেই এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্ত যেসব শিশুর পরীক্ষা ও চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে তাদের বেচেঁ থাকার হার ৭৫ শতাংশেরও বেশি।

কিন্তু প্রতিবেদনে বলা হয় গত বছর এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্ত মা থেকে জন্ম নেয়া ১০ শতাংশেরও কম শিশুকে তাদের দু মাস বয়সের আগে পরীক্ষা করানো হয়।

জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান বলেন,' আজ কোন সদ্যজাত শিশুরই এইডসে মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়।

ড. চ্যান বলেন, ' আমরা জানি কিভাবে এই মর্মান্তিক মৃত্যু কিভাবে প্রতিহত করা যায়, কিন্তু সব মা ও শিশু যাতে যত শীঘ্রই সম্ভব চিকিৎসা পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে এখন আমাদের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দেয়া দরকার।

এইডস বিশ্বের সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং এবং সম্ভবত সবচেয়ে মারাত্মক মানবঘাতি ব্যাধি যা এর আগে মানবজাতি আর কখনও দেখেনি বলে উলে-খ করে ড. চ্যান বলেন, বিশ্বের স্বল্প ও মাঝারি আয়ের দেশের ৩ মিলিয়ন আক্রান্ত মানুষ জীবন দীর্ঘায়িতকারি ভাইরাস রোধক চিকিৎসা নিচ্ছে।

বিশ্ব এইডস্ দিবসের বাণীতে তিনি বলেন, 'বিশ বছর আগেও, যখন বিশ্ব সবেমাত্র এ রোগের গুরুত্ব অনুধাবন করতে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ওপর এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল তখনও আজকের সাফল্য অভাবনীয় ছিল ।'

শিশু ও এইডস বিষয়ক প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয় সর্বাধিক এইডস্ আক্রান্ত দেশ যেমন কেনিয়া, মালাউই, মোজাম্বিক, রুয়ান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোয়াজিল্যান্ড এবং জাম্বিয়াতে ইতিমধ্যে সদ্যজাত শিশুদের এইচআইভি ভাইরাস সনাক্তকরন শুরু হয়েছে এবং ২০০৭ সালে প্রায় ৩০ টি স্বল্প ও মাঝারি আয়ের দেশে রক্তের শুস্ক পরীক্ষা করা হচ্ছে, ২০০৫ সালে যে সংখ্যা ছিল ১৭।

** ** **